১৩/৮/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক [redacted]

মৌলবীবাজার জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মানের গুরুতর অবনতি ॥ ৪র্থ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরাও অবাধে নকল করে

শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা ॥ মৌলবীবাজার জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম অব্যবস্থার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষা বিভাগের দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন ও শিক্ষকদের উদাসিন্য ও অবহেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মানের গুরুতর অবনতি ঘটিতেছে। শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বই খুলিয়া পরীক্ষা দেওয়ার মত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নকলবাজির হাতেখড়ি হইয়া যাইতেছে এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এমনি এক আলামত দেখা গিয়াছে, গত মাসে শ্রীমঙ্গলের কামারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিক্ষা অফিসারসহ উক্ত বিদ্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শন গিয়া ৪থ শ্রেণীর প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় শিক্ষয়িত্রীর উপস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নকলবাজিতে লিপ্ত দেখিতে পাইয়াছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথভাবে পাঠদান না করিয়া সহজে পাসের হার বাড়াইয়া দেওয়ার এই অসাধু কৌশলের গুরু যাহারা, সেইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ পাওয়া যায়। দেরীতে স্কুলে আসা এবং স্কুল ছুটির আগে চলিয়া যাওয়া তাহাদের স্থায়ী অভ্যাসে রূপ নিয়াছে। আবার তারিখবিহীন ছুটির দরখাস্ত রাখিয়া স্কুলে অবৈধভাবে অনুপস্থিত থাকেন এবং কোন কর্মকর্তা স্কুল পরিদর্শনে আসিলে সহকর্মীরা দরখাস্তে অনুপস্থিত দিনের তারিখ বসাইয়া কর্মকর্তার সামনে হাজির করেন। অর্ধদিবস ক্লাস করিয়া চলিয়া যাওয়ার বিধান না থাকিলেও অনেকে দরখাস্ত রাখিয়া চলিয়া যান। এই ধরণের অপকর্মে তাহারাই অভ্যস্ত-যাহারা ক্ষমতাশালী অথবা প্রধান শিক্ষককে কোনভাবে ম্যানেজ করিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যাপারেও একশ্রেণীর শিক্ষকের মারাত্মক অবহেলারও অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রদশনমূলক শিক্ষা উপকরণ স্কুলগুলিতে সরবর করা হইলেও ক্লাসে এইসব শিক্ষ উপকরণ ব্যবহার করা হয় ন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায় প্রত্যেক শিক্ষককে ক্লাশ নেওয় আগে পাঠ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পাদটীকা প্রস্তুত করিয়া আনার নিয়ম থাকিলেও ইহা কেহই অনুসরণ করে না।

জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার যেম কম তেমনি ঝরিয়া পড়ার হারও বেশী। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসার জন্য উৎসাহিত করা অথবা তাহাদের বাধ্য করার ব্যাপারে অধিকাংশ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তৎপর নন। জেলা শিক্ষা অফিসের হিসাব মতে ছাত্র-ছাত্রীদের গড় উপস্থিতি হার ৮০ শতাংশ দেখানো হইলেও বিভিন্ন সূত্রমতে এই হার ৬০ শতাংশের বেশী নয়। একইভাবে ঝরিয়া পড়া শিক্ষার্থীর হার ২৬ শতাংশ বল হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই হার ৪০ শতাংশের কাছাকাছি বলিয়া জানা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রামগঞ্জের স্কুলের চাইতে শহর ও শহরতলীর স্কুলে চাকুরী নিতে অধিক তৎপর দেখা যায়। শিক্ষা অফিসকে কোনভাবে ম্যানেজ করিয়া এই ধরনের শিক্ষক নিজেদের সুবিধাজনক স্থানে চাকুরী বাগাইয়া নেয়। এ কারণে অনেক প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকিলেও শহর-শহরতলীর স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যার অধিক শিক্ষককে নিয়োজিত দেখা যায়।

শিক্ষা বিভাগীয় সূত্র জানায়, দায়দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ খুব একটা সফল হন না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সাময়িকভাবে বেতন স্থগিত অথবা জেলা শিক্ষা অফিসে অভিযোগ অবহিত করা ছাড়া উপজেলা শিক্ষা অফিসের আর কোন করণীয় নাই। কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিসও নিজেদের সীমাবদ্ধতা অথবা অন্য ধরনের প্রভাবে অনেক গুরুতর অভিযোগও এড়াইয়া যান বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। অবশ্য বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান রাখার জন্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটির যে নিয়মতান্ত্রিক দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বল ও অকার্যকর কমিটির কারণে সেই উদ্দেশ্যও সফল হয় না।

মৌলভীবাজার জেলার সরকারী-বেসরকারী মিলাইয়া ১ হাজার ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৮১ জন। ২ হাজার ৪৯৮টি শিক্ষক পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত রহিয়াছেন ২ হাজার ৩৬৯ জন। প্রধান শিক্ষকের ২২টি পদসহ মোট শূন্যপদের সংখ্যা ১ শত ২৯টি। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষকের নিয়োগ থাকার কথা থাকিলেও এই জেলায় প্রকৃতপক্ষে ৯৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য রহিয়াছেন ১ জন শিক্ষক।